১১ আগস্ট ২০২৫

সংবাদ বিবৃতি

গণপিটুনীতে দুই নিরীহের প্রাণহানিঃ ন্যায় বিচারের পথে রাষ্ট্রের অবিচল দৃষ্টি কাম্য

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

রংপুরে তারাগঞ্জ উপজেলা এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের দুইজন নাগরিককে ভ্যান চুরির সন্দেহে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা প্রচলিত আইন, সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিপদজনক ও অগ্রহণযোগ্য।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় ভ্যান চোর সন্দেহে পিটিয়ে দুই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার ঘনিরামপুর এলাকার বাসিন্দা রুপলাল দাস (৪০) ও মিঠাপুকুর উপজেলার প্রদীপ দাস (৩৫)। প্রদীপ দাস সম্পর্কে রুপলাল দাসের ভাগনির স্বামী। রুপলাল দাস জুতা সেলাইয়ের কাজ করতেন এবং প্রদীপ দাস ভ্যান চালাতেন। রুপলাল দাসের মেয়ের বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করার জন্য নিজের ভ্যান চালিয়ে আত্মীয় রুপলাল দাসের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন প্রদীপ দাস। কিন্তু গ্রামের ভেতর দিয়ে রাস্তা না চেনায় রুপলালকে ফোন করলে রুপলাল বাড়ি থেকে এগিয়ে যান। এরপর তাঁরা দুজনে ভ্যানে চড়ে রুপলালের বাড়ি ঘনিরামপুর গ্রামের দিকে রওনা হন। রাত ৯টার দিকে তারাগঞ্জ-কাজীরহাট সড়কের বটতলা এলাকায় পৌঁছলে ভ্যান চোর সন্দেহে তাঁদের দুজনকে থামান স্থানীয় কয়েকজন। এরপর সেখানে জড়ো হওয়া ব্যক্তিরা তাঁদের দুজনকে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আসক মনে করে, আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে হত্যা করা আইনের শাসন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত সুরক্ষা ও জীবন রক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, যা এই ঘটনায় গুরুতরভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনেও এ ঘটনা জীবন ও নিরাপত্তার অধিকারের গুরুতর হানিকর।

আসক জোরালোভাবে বলতে চায়, গণপিটুনিতে হত্যা করার ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে, যা দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করেছে। এই বিচারহীনতার সংস্কৃতি সামাজিক সম্প্রীতি ও আইনের শাসনের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধুমাত্র ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত কমপক্ষে ১১১ জন নাগরিক মব সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মনে করে, এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে এবং ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে, সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, যেকোনো সংঘবদ্ধ প্ররোচনামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বিশেষকে দায়মুক্তি না দিয়ে তাদের শনাক্ত করে কঠোরভাবে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। কেননা এ ধরনের নির্মম ঘটনা মানবাধিকারের ভিত্তিকে সরাসরি আঘাত করে।